

৬। নিম্নলিখিত অংশটির কাব্যশৈলী বিচার করো :

১৬

(ক) যত চাও তত লও তরনী ' পরে

আর আছে ? আর নাই দিয়েছি ভরে ।

এতকাল নদীকূলে

যাহা লয়ে ছিনু ভুলে

সকলই দিলাম তুলে

থরে বিথরে —

এখন আমারে লহো করুণা করে ।

ঠাই নাই, ঠাই নাই — ছোটো সে তরী

আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি ।

শ্রাবণগগন ঘিরে

ঘনমেঘ ঘুরে ফিরে,

শূন্য নদীর তীরে

রহিনু পড়ি —

* যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ॥

[অথবা] (খ) সেদিন সমুদ্র ফুলে ফুলে হ'ল উন্মুখর মাঘী পূর্ণিমায়

সেদিন দামিনী বুঝি বলেছিল — মিটিল না সাধ।

পুনর্জন্ম চেয়েছিল জীবনের পূর্ণচন্দ্রে মৃত্যুর সীমায়,

প্রেমের সমুদ্রে ফের খুঁজেছিল পূর্ণিমার নীলিমা অগাধ,

সেদিন দামিনী, সমুদ্রের তীরে ।

আমার জীবনে তুমি প্রায় বুঝি প্রত্যহই ঝুলন - পূর্ণিমা

মাঘী বা ফাল্গুনী কিংবা বৈশাখী রাস বা কোজাগরী,

এমন কি অমাবস্যা নিরাকার তোমারই প্রতিমা ।

আমারও মেটে না সাধ, তোমার সমুদ্রে যেন মরি

বেঁচে মরি দীর্ঘ বহু আন্দোলিত দিবস যামিনী

দামিনী, সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে,

তোমার সমুদ্রে আর শরীরের তীরে ॥

ষষ্ঠ পত্র — ২০১২

পূর্ণমান—১০০

১৫ নম্বরের প্রশ্ন ৩০০ শব্দে ও ৫ নম্বরের প্রশ্ন ১০০ শব্দের মধ্যে

উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয়

১। (ক) “পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন”। এই উক্তিটির আলোকে ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসের নামকরণটি যথাযথ কিনা বিচার করো।

[অথবা] (খ) সেনদিদি মূল নারীচরিত্র না হলেও উপন্যাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ — আলোচনা করো। ১৫

২। (ক) “অরণ্যের অধিকার” উপন্যাসের “উপসংহার” অংশটির যৌক্তিকতা বিচার করো। ১৫

[অথবা] ‘ধরতি আবা’ হয়ে ওঠার পথে বীরসার জীবন নানান পর্বের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। তার সেই চলার পথটির পরিচয় দিয়ে ‘ধরতি আবা’ হয়ে ওঠার কারণ নির্দেশ করো। ১৫

৩। (ক) ‘ল্যাবরেটরি’ গল্পের সোহিনী এক অতুলনীয় সৃষ্টি — বিচার করো। ১৫

[অথবা] (খ) ‘পয়লা নম্বর’ গল্পের নায়িকা অনিলার প্রতিবাদ কীসের বিরুদ্ধে ছিল? এই সূত্রে স্বামীকে ও সীতাংশুকে একই চিঠি দেবার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ১৫

৪। (ক) ‘চুয়াচন্দন’ গল্পটির মানবিক আবেদন যুক্তিসহ বিচার করো। ১৫

[অথবা] ‘ফসিল’ গল্পে মুখার্জি - চরিত্রটির স্বরূপ বিচার করো। ১৫

৫। (ক) “অশ্বমেধের ঘোড়া” গল্পটির নামকরণের এই অভিনবত্ব কেন — আলোচনা করো। ১৫

[অথবা] (খ) “অন্তঃসলিলা” গল্পের মনস্তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতটি বিশ্লেষণ করে দেখাও। ১৫

৬। (ক) “বিন্দুরও পরিবর্তন হইয়াছিল, এও পরিবর্তন”। — কে এ কথা বলেছে? বিন্দুর কি পরিবর্তন হয়েছিল? এখন কোন পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে? ১+২+২

[অথবা] “আকাশে মেঘ কমে নদীর জল বাড়ে — নইলে কি জগৎ চলে ছোটোবাবু?” — বক্তা কে? কথাটির তাৎপর্য কী? ১+৪

(খ) “কিছুই ফুরোয় না পৃথিবীতে সংগ্রামও ফুরোয় না, শেষ হতে পারে না” — প্রাসঙ্গিক উল্লেখসহ তাৎপর্য বিচার করো। ৫

[অথবা] “বীরসার মরণ নাই” — এ কথা কে বলেছে এবং কেন? ১+৪

(গ) “আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ওষুধ দাও, যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়” — কে, কাকে একথা বলেছে? প্রাণটাই ব্যামো কেন? ১+১+৩

[অথবা] “বিষয়সম্পত্তি সমস্ত ছারখার হইয়া যাক।” — কে, কেন একথা বলেছে? — প্রসঙ্গ সহ আলোচনা করো। ১+৪

(ঘ) “আমরা মানিমেকার নই, আমাদের একটা মিশনও আছে”। — কে, কাকে একথা বলেছেন? ‘মিশন’-টি কী? ১+১+৩

[অথবা] ‘মা, না জেনে তোমার ওপর অত্যন্ত অন্যায় আমি করেছিলাম, আজ তারই শাস্তি আমাকে নিতে হবে? — কে, কী অন্যায় করেছিল? শাস্তিটি কী ছিল? ১+২+২

(ঙ) ‘দেশের পুরো অতীতটা পচা — নির্মম সাজারি না চালালে নতুন রক্ত সঞ্চালিত হবে না।’ — এই উক্তিৰ আলোকে বক্তার মনোভাব বিশ্লেষণ কৰো। ৫

[অথবা] ‘আবার সেই অপ্রশস্ত নোংরা গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তন্ময় হ’য়ে ভাবে দেবব্রত, এই মধ্যবিস্তৃ সংগ্রামের আড়ালেই কি বয়ে চলেছে লেখিকার জীবনের অন্তঃসলিলা প্রাণের প্রবাহ!’ — উদ্ধৃতিৰ তাৎপর্য লেখো। ৫

সপ্তম পত্র — ২০১২

পূর্ণমান—১০০

১৫ নম্বরের প্রশ্ন ৩০০ শব্দে, ১০ নম্বরের প্রশ্ন ২০০ শব্দে ও ৫ নম্বরের প্রশ্ন ১০০ শব্দের মধ্যে উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয়

১। যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) সাহিত্য সমালোচনার উপযোগিতা কী? এই সমালোচনা কখন এবং কীভাবে একটি স্বতন্ত্র শিল্প হয়ে ওঠে উদাহরণসহ আলোচনা কৰো। ৩+৭

(খ) রম্যরচনা কোন কোন গুণে রমণীয় হয়ে ওঠে? রম্যরচনা ও লঘুরচনা কি এক জাতের? বাংলা সাহিত্যের একজন সফল রম্যরচনাকার সম্পর্কে আলোকপাত কৰো। ৩+৩+৪

(গ) ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলতে কী বোঝো? ব্যক্তিগত প্রবন্ধের একটি নিদর্শনসহ তার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও। ৩+৭

(ঘ) সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও : (যে কোনো দুটি) ৫+৫

(অ) পত্র সাহিত্য (আ) ডায়ারি (ই) ভ্রমণ সাহিত্য

২। (ক) “এ পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত; এডাম স্মিত পুরাণ এবং মিল তন্ত্র ইহাতে পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়; এ উৎসবে ইংরেজি সম্বাদ-পত্র সকল ঢাক ঢোল, বাঙ্গালা সম্বাদ-পত্র কাঁসিদার; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল ইহলোক ও পরলোকে অনন্ত নরক।” — উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কৰো। ১৫

[অথবা] ‘কমলাকান্তের দপ্তর’কে কোন শ্রেণীর সাহিত্য বলা যায়, আলোচনা কৰো। ১৫

৩। (ক) কোনো সমালোচক ‘ছিন্নপত্র’কে বলেছেন, ‘পদ্মাতীরের পত্রকাব্য’। — তুমি এই অভিমত সমর্থন কৰো কিনা তা প্রাসঙ্গিক নিদর্শনসহ বিচার কৰো। ১৫

[অথবা] (খ) ‘সবুজপত্রের’ কাল তখনও বহুদূর। অথচ ১৮৯৫ সালের মধ্যে লিখিত ‘ছিন্নপত্রের’ মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চলিত গদ্যের আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখালেন। — দৃষ্টান্তসহ এই নৈপুণ্যের পরিচয় দাও। ১৫

৪। (ক) “ধর্মের বেলা আমরা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি। ভাষার বেলাও কি দিতে পারিনে?” — ধর্মের বেলা আমাদের কী ধরনের বিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে? ভাষার ক্ষেত্রেও সেই বিজ্ঞতা কীভাবে সম্ভব বলে লেখক মনে কৰেছেন, তা বুঝিয়ে দাও। ৫+১০